বিষয়বস্তুঃ সূরা ইখলাস

রবীউস সানীর পঞ্চম জুমুআর বয়ান

(২৯ রবীউস সানী ১৪৪৪ হিজরী, ২৫ নভেম্বর ২০২২)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ৭৪

আমাদের ওয়েবসাইটঃ www.jamianumania.com

نَحْمَدُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۞ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

মুহতারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ রবীউস সানী মাসের ২৯ তারিখ, শেষ জুমুআ। আজ আমরা সূরা ইখলাসের তাফসীর করব, ইনশা আল্লাহ। এ সূরাটি কুরআন মজীদের ১১২ নম্বর সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এতে মোট ৪ টি আয়াত রয়েছে।

সূরার তরজমা এইঃ

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ "হে নবী!

আপনি বলুন, আল্লাহ এক।” اَللّٰهُ الصَّمَدُ “আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন।” لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَد “তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি।” وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ “আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।” এ হল সূরার তরজমা।

সূরার তাফসীরঃ

এ সূরার তাফসীরে আমরা ৪ টি বিষয় আলোচনা করবঃ (১) সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা। (২) সূরার নামকরণ। (৩) তাওহীদ ও আল্লাহর গুণাবলী। (৪) এ সূরাটির ফযীলত।

প্রথম আলোচনাঃ সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা।

একবার মক্কার মুশরিকরা আল্লাহ সম্পর্কে নবীজিকে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করেছিল। সুনানে তিরমিযীর ৩৩৬৪ নম্বর হাদীসে হযরত উবাই ইবনে কা’ব (রযি) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ মুশরিকরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি আমাদেরকে আপনার রবের বংশ পরিচয় বলুন। তখন আল্লাহ তায়ালা এ সূরাটি নাযিল করেছিলেন।

তাফসীরে কুরতুবীতে লেখা আছে, মুশরিকরা জিজ্ঞেস করেছিল, আল্লাহ তায়ালা কিসের তৈরী; সোনা, তামা, পিতল না অন্য কিছুর ? তাদের এসব প্রশ্নের উত্তরে এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল।

এ সূরার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা বলে দিয়েছেন যে, তাঁর কোন বংশ নেই। তিনি কারো সন্তান নন। অনুরূপভাবে, তিনি কারো বাপ নন। অতএব, তাঁর বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করাটা মূর্খামি। আর আল্লাহ মুশরিকদের দেব-দেবীর মত কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন। তাই তিনি সোনা-রুপো কিংবা অন্য কোন ধাতুর তৈরি নন। দেব-দেবীরা ধাতুর মুখাপেক্ষী। আল্লাহ এসব কিছু থেকে পবিত্র। আর আল্লাহ তো কোন সৃষ্টি নন। তাহলে তিনি কোন ধাতুর তৈরি হবেন কীভাবে ? আসলে আল্লাহ সম্পর্কে মুশরিকদের সঠিক জ্ঞান ছিল না। তাই আল্লাহ তায়ালা এ সূরার মধ্যে নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

দ্বিতীয় আলোচনাঃ সূরার নামকরণঃ

এ সূরার নাম হল সূরা ‘ইখলাস’। ইখলাস শব্দের

মানে, খাঁটি ও Pure (পিওর)। যেহেতু এ সূরার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা নিজের সত্তা ও গুণাবলির খাঁটি আলোচনা পেশ করেছেন এবং আল্লাহ সম্পর্কে এ সূরার মধ্যে পিওর ধারণা পেশ করেছেন, তাই এ সূরার নাম হয়েছে 'ইখলাস'।

তৃতীয় আলোচনাঃ তাওহীদ ও আল্লাহর গুণাবলীঃ

সহীহ মুসলিমের ৮১১ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে তিন রকম বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই তিন ভাগের এক ভাগ কথা রয়েছে সূরা ইখলাসের মধ্যে।

মুহাদ্দিসগণ বলেছেনঃ সে তিনটি বিষয়বস্তু হলঃ (১) শরীয়তের হুকুম-আহকাম। (২) ভাল কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তির কথা। (৩) তাওহীদ ও আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী ।

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী ! আল্লাহ তায়ালা এ সূরার শুরুতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ দিয়ে বলেছেনঃ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ " হে নবী! আপনি বলুন,

আল্লাহ এক।”

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মনে রাখবেন, ‘আল্লাহ’ শব্দটি এমন এক সত্তার নাম, যিনি চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। যিনি সমস্ত গুণের আধার এবং সবরকম দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। আর ‘আহাদ’ শব্দের মানে, এক। আয়াতের অর্থঃ হে নবী ! যে সমস্ত মুশরিক ঠাট্টা-উপহাস করে আপনার কাছে আমার পরিচয় জানতে চাচ্ছে, আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, আমি যে আল্লাহর ইবাদত করি এবং যার ইবাদতের জন্য তোমাদেরকে আহ্বান করছি, তিনি এক। তার কোন অংশীদার নেই। অনুরূপ ভাবে, তাঁর যত গুণাবলী আছে, কোন মাখলূক তাতে শরীক নেই। আর তিনি কোন ধাতু বা উপাদান দ্বারা তৈরি নন।

কুরআন মজীদের বহু জায়গায় আল্লাহ তায়ালা তাওহীদের প্রমাণে মানুষকে সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কেননা, সৃষ্টি নিয়ে ভাবলে স্রষ্টার সন্ধান মেলে। সৃষ্টি, স্রষ্টার পরিচয় বহন করে। যে কোন সৃষ্টি নিয়ে সামান্য চিন্তাভাবনা করলে অতি সহজেই বোঝা

যায় যে, এসব কিছুর স্রষ্টা অবশ্যই এমন ক্ষমতাবান প্রভু, যার কোন শরীক নেই।

সূরা আম্বিয়ার ২২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেনঃ لَوْ كَانَ فِيْهِمَا آلِهَةٌ اِلّا اللهَ لَفَسَدَتَا "যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ ব্যতীত একাধিক মা'বূদ থাকত, তবে যমীন ও আসমান ধ্বংস হয়ে যেত।" যেমন একই রাজত্বে দু'জন বাদশাহ থাকতে পারে না। তেমনি একই বিশ্বে একাধিক স্রষ্টা থাকতে পারে না। কারণ, একাধিক মাবুদ থাকলে, তাদের মধ্যে মতবিরোধ হওয়াটাই স্বাভাবিক। একজনের যা পছন্দ, অন্যজনও যে তা পছন্দ করবে, এটা জরুরী নয়। অতএব, দুনিয়ায় একাধিক প্রভু থাকলে, এমন হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল যে, একজন চাইবে, এখন রাত হোক। অন্যজন চাইবে, দিন হোক। একজন চাইবে চাঁদ-সূর্য হাজার হাজার বছর যাবত যেভাবে চলছে, সেভাবেই চলুক, অন্যজন চাইবে, এ নিয়মের মধ্যে কিছু নতুনত্ব আসুক। মোটকথা, হাজার হাজার বছর ধরে একই নিয়মে ত্রুটিমুক্তভাবে এ বিশ্ব চলে আসছে, একাধিক মাবুদ

হলে এটা সম্ভব হত না। বোঝা গেল, যুগ যুগ ধরে এ বিশ্ব-জগতের সুষ্ঠু নিয়ম-শৃঙ্খলা এটা প্রমাণ করে যে, এসব কিছুর মালিক এমন এক স্রষ্টা, যার কোন শরীক নেই।

সুধীবৃন্দ ! সূরা ইখলাসে দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ বলেছেনঃ اَللّٰهُ الصَّمَدُ "আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন।" 'সামাদ' শব্দটি আরবীতে এমন মহাসত্তার জন্য ব্যবহৃত হয়, যিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, অথচ সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। আর এ গুণের অধিকারী হলেন, শুধু আল্লাহ। এজন্যই আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে 'সামাদ' বলা যায় না।

এখানে আপনাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বলে রাখি। সেটা এই যে, আমাদের পরিবেশে কোন মানুষের নাম আব্দুস সামাদ হলে, আমরা তাকে সামাদ বলে ডাকি। মনে রাখবেন, এটা মারাত্মক ভুল প্রচলন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সামাদ বলা জাইয নেই। আল্লাহ হলেন সামাদ। অর্থাৎ, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, অথচ সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী।

তাফসীরে তবারীতে 'সামাদ' শব্দের ব্যাখ্যায় হযরত

ইবনে আব্বাস (রযি) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ ‘সামাদ’ এমন সর্দার ও নেতা, যার নেত্রিত্ব পরিপূর্ণ। ‘সামাদ’ এমন মর্যাদাবান ব্যক্তি, যিনি মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ। ‘সামাদ’ এমন ব্যক্তি, যিনি চূড়ান্ত পর্যায়ের মহত্বের অধিকারী। ‘সামাদ’ তিনি, যিনি খুবই ধৈর্যশীল। যিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। যিনি পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী, মহাজ্ঞানী, মহা বিচক্ষণ। যিনি শীর্ষ পর্যায়ের সম্মানীয় এবং প্রভু হওয়ার সমস্ত গুণে গুণান্বিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রযি) সামাদ শব্দের এ ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেনঃ একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাখলূকের মধ্যে এসব গুণ থাকতে পারে না। তাই আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সামাদ বলা যায় না।

সম্মানীয় উপস্থিতি ! সূরা ইখলাসের তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد “আল্লাহ কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি।”

আরবের মুশরিকরা বলতঃ ফেরেশতারা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার কন্যা সন্তান। আর ইয়াহূদীরা বলতঃ নবী উযাইর

(আঃ) হলেন আল্লাহর পুত্র। আবার খৃষ্টানরা বলেঃ ঈসা (আঃ) হলেন ঈশ্বর-পুত্র। সূরা ইখলাসের এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এ সমস্ত লোকদের ভ্রান্ত আকীদাহ ও বিশ্বাসকে খণ্ডন করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালা কারও পিতা নন। সন্তান তারই প্রয়োজন, যে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়। আর আল্লাহ তায়ালা কারও সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং, তাঁর সন্তানের কোন প্রয়োজন নেই।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সূরা ইখলাসের শেষ আয়াতে বলেছেনঃ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ "আর আল্লাহর সমতুল্য কেউ নেই।" অর্থাৎ, আকার-আকৃতিতে ও গুণগত দিক দিয়ে কোন মাখলূক আল্লাহর সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে না।

ভাই সকল ! আমি শুরুতে বলেছিলামঃ আজ আমি সূরা ইখলাসের তাফসীরে ৪টি কথা আলোচনা করব। এ পর্যন্ত আমি ৩টি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছি। এবার চতুর্থ ও শেষ আলোচনাঃ সূরাটির ফযীলত সম্পর্কেঃ

মনে রাখবেন, সূরা ইখলাসের ফযীলতে এত বেশি

হাদীস বর্ণিত আছে, যা অন্য সূরার ফযীলতে দেখা যায় না। আমি আজ এ বিষয়ে ৭টি হাদীস বর্ণনা করছি।

হাদীস নম্বর (১)

সহীহ মুসলিমের ৮১১ নম্বর হাদীসে হযরত আবূদ্ দার্দা (রযি) হতে বর্ণিত আছে,

أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়তে সক্ষম নও ? সাহাবারা বলেছিলেনঃ কেউ এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ কীভাবে পড়বে? উত্তরে নবীজি বলেছিলেনঃ সূরা ইখলাস হচ্ছে কুরআন মজীদের এক তৃতীয়াংশের সমান।”

এজন্যই বলা হয়ঃ ৩বার সূরা ইখলাস পড়লে ১বার কুরআন খতম করার সাওয়াব পাওয়া যায়। সুবহানাল্লাহ !

হাদীস নম্বর (২)

সহীহ মুসলিমের ৮১২ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ

হুরাইরাহ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, একদিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে বলেছিলেনঃ তোমরা একত্রিত হও, আমি তোমাদেরকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়ে শুনাব। সাহাবারা একত্রিত হলে নবীজি সূরা ইখলাস পড়ে ঘরে ফিরে যান। সাহাবারা তখন একে অপরে বলছিলেনঃ নিশ্চয় নবীজির কাছে ওহীর কোন সংবাদ এসেছে, তাই তিনি ঘরে চলে গেছেন। দেখা গেল, একটু পরে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের কাছে পুনরায় এসে বললেনঃ আমি তোমাদেরকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়ে শুনাব বলেছিলাম। মনে রাখবে, সূরা ইখলাস হল কুরআনের ৩ভাগের ১ভাগ।

হাদীস নম্বর (৩)

সহীহ বুখারীর ৭৩৭৫ নম্বর হাদীসে হযরত আইশা (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সাহাবীকে কোন এক যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। তিনি যখন তার সাথীদের নামায পড়াতেন, তখন কিরাআত

করার সময় প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস পড়তেন। সফর থেকে ফেরার পর তাঁর সঙ্গীরা নবীজিকে বিষয়টি জানান। তখন নবীজি বলেছিলেনঃ তোমরা তাকে জিজ্ঞেস কর, সে এমন করে কেন ? সাহাবারা তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেনঃ

لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا

"এ সূরার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি বর্ণিত আছে। তাই আমি এ সূরাটি পড়তে ভালবাসি।" তাঁর এ কথা শুনে নবীজি বলেছিলেনঃ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ "তোমরা ওকে বলে দাওঃ আল্লাহ তায়ালা ওকে ভালবাসেন।"

হাদীস নম্বর (৪)

সুনানে তিরমিযীর ২৯০১ নম্বর হাদীসে হযরত আনাস (রযি) হতে বর্ণিত আছে, আনসার গোত্রের একজন সাহাবী কু'বা মাসজিদে ইমামত করতেন। তিনি নামাযের প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পর কোন সূরা পড়ার আগে সূরা ইখলাস পড়তেন এবং সূরা ইখলাস শেষ করার পর এর সাথে অন্য সূরা পড়তেন। প্রতি রাকআতেই তিনি এমন

করতেন। তার সাথীরা এ ব্যাপারে তাঁর সাথে আলোচনা করে বলেছিলেনঃ আপনি এ সূরাটি পড়ার পর এর সাথে আরেকটি সূরাও পড়েন। আপনি হয় শুধু এই সূরাটিই পড়বেন, আর না হয় এটা ছাড়া অন্য কোন সূরা পড়বেন। তখন সেই সাহাবী বলেছিলেনঃ আমি এ সূরা বাদ দিতে পারব না। যদি তোমাদের মন চায়, তবে আমি এভাবেই ইমামত করব। আর যদি তোমাদের অপছন্দ হয়, তবে আমি ইমামত ছেড়ে দেব।

সেই সাহাবী ছিলেন আনসার সাহাবাদের পছন্দের মানুষ। তাই তাঁরা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ইমাম নিযুক্ত করতে রাজি হন নি। পরে যখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের কাছে আসেন, তখন তাঁরা নবীজিকে বিষয়টি জানান। তখন নবীজি সেই ইমাম সাহাবীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার সাথীরা তোমাকে যে আদেশ দিচ্ছে, তুমি তা মানছো না কেন ? আর তোমাকে প্রতি রাকআতে এ সূরাটি পড়তে কিসে উদ্বুদ্ধ করছে? উত্তরে সেই সাহাবী বলেছিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ !

আমি এই সূরাটিকে খুব ভালবাসি। তখন নবীজি বলেছিলেনঃ إِنَّ حُبَّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ "এ সূরার প্রতি তোমার ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।"

হাদীস নম্বর (৫)

একবার হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আসছিলেন। এমন সময় তিনি এক ব্যক্তিকে সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করতে শুনতে পান। তখন নবীজি বলেছিলেনঃ ওয়াজিব হয়ে গেছে ! হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! কী ওয়াজিব হয়ে গেছে ? উত্তরে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। এ হাদীসটি সূনানে তিরমিযীর ২৮৯৭ নম্বরে বর্ণিত আছে।

হাদীস নম্বর (৬)

সুনানে দারিমীর ৩৪৭২ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে,

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস ১০ বার পড়বে, তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি ২০ বার পড়বে, তার জন্য দু'টি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। যে ব্যক্তি ৩০ বার পড়বে, তার জন্য তিনটি প্রাসাদ তৈরি করা হবে। একথা শুনে হযরত উমার (রযি) বলেছিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! তাহলে তো আমাদের প্রাসাদ অনেক বেশি হবে ! (অর্থাৎ, আমরা এ সূরাটি অধিক পরিমাণে পড়ব। যার ফলে আমাদের প্রাসাদও অনেক বেশি হবে।) তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ আল্লাহ তায়ালার রহমত খুবই প্রশস্ত !

হাদীস নম্বর (৭)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তবূকের যুদ্ধে ছিলেন, তখন মদীনায় মুআ'বিয়া ইবনে মুআ'বিয়া (রযি) নামে একজন সাহাবীর ইন্তেকাল হয়েছিল। হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবীজিকে তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ দিয়ে বলেছিলেনঃ আল্লাহ তায়ালা তাঁর

জানাযার নামাযে ৭০ হাজার ফেরেশতা পাঠিয়েছেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈল (আঃ) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি কী কারণে এ মর্যাদা পেয়েছেন ? উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেছিলেনঃ সূরা ইখলাস বেশি বেশি পড়ার কারণে তিনি এ সম্মান পেয়েছেন। তিনি দাঁড়িয়ে, বসে ও চলতে ফিরতে এ সূরাটি অধিক পরিমাণে পড়তেন। 'ফাযাইলে কুরআন' নামক কিতাবের ২৭৩ নম্বর হাদীসে এ ঘটনাটি লেখা আছে।

মুসল্লী ভায়েরা ! আসুন দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে সূরা ইখলাস বেশি বেশি পড়ার তাওফীক দান করুন। সকলে বলিঃ আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)

আমাদের ওয়েবসাইটঃ www.jamianumania.com